যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

NOV 07 2002

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অব্যবস্থা

নকল প্রতিরোধে সরকারের প্রশংসনীয় কঠোর মনোভাব দেখিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনিয়মের কারণে স্কুল-কলেজ ব্যবস্থাপনার চেইন অব কমান্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এই মর্মে সহযোগী একটি দৈনিকে রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে। খবরটি স্বস্তিকর নয়। খোদ মন্ত্রণালয় শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা বাসা বাঁধিলে উহার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপকতর ও সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত সরকারের আমলে কয়েকশত জুনিয়র শিক্ষককে জ্যেষ্ঠতার নীতি ভঙ্গ করিয়া পদোন্নতি দেওয়ার মাধ্যমে চেইন অব কমান্ড ভাঙ্গিয়া পড়া শুরু হয়। ইহার পূর্বে চার বৎসর যাবৎ শিক্ষকদের বদলি-পদোন্নতি বিষয়ক কার্যক্রম একেবারেই বন্ধ ছিল। এই তথ্য নির্দেশ করে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নৈরাজ্যমূলক অবস্থা বহুকাল ধরিয়াই বজায় আছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নকল রোধ এবং পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে যে সাফল্য দেখাইয়াছে উহাতে অনেকেই আশা করিবেন যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের অনিয়ম দূর করিতে তাহারা সচেষ্ট হইবেন। বর্তমানে কলেজের প্রভাষক হইতে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত পদোন্নতি চলিতেছে তদবির এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে। ইতিপূর্বে আমরা ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ থানার ওসি পদে বদলি হইয়া আসিতে লক্ষ লক্ষ টাকার উৎকোচ প্রদানের চমকপ্রদ ঘটনা জানিয়াছি। এইবার তো দেখা যাইতেছে ইহা শিক্ষার মতো পবিত্র অঙ্গনেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং ইহা যে খুবই বিপজ্জনক উহাতে সন্দেহ নাই। কয়েকজন শিক্ষক তাঁহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, পূর্বে বলা হইত পদোন্নতি বন্ধ আছে, আর এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিবরা নগদ মূল্যে চুক্তি করিতে বলেন। এই অভিযোগ অবিলম্বে খতাইয়া দেখা উচিত। সরকারের দুর্নীতি দমন সংস্থার কাজের চৌহদ্দির মধ্যে এই ধরনের অভিযোগ খতাইয়া দেখা নিশ্চয়ই পড়ে। কিন্তু আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি যে দুর্নীতির অভিযোগের ব্যাপকতা আজ এমন পর্যায়ে রহিয়াছে যে, দুর্নীতি দমন সংস্থা সংবাদপত্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদৌ অগ্রসর হইবে না।

পুলিশ অফিসারদের নিকট ঢাকার আকর্ষণ বোধগম্য, কিন্তু শিক্ষকরাই বা কেন তদবির ও বিপুল অর্থ ব্যয়ে ঢাকায় ছুটিয়া আসিতে চাহিতেছেন? ইহার জবাব হয়তো টিউশনি এবং কোচিং। অথচ এই দুইটি বিষয়ই দেশের সুশিক্ষার পরিপন্থী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধে যথেষ্ট কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছে। বাংলাদেশেও একই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। সরকারি মহল মুখে মুখে বলিতেছেন বটে; কিন্তু বাস্তবে এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই লওয়া হইতেছে না। টিউশনি ও কোচিং সমানে চলিতেছে। আসলে বাস্তবতা এখন এমনই দুঃখজনক যে, শিক্ষকরা তাহাদের চাকুরি জীবন লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। স্কুলের ব্যবস্থাপনায় আজ পূর্বেকার দিনের ভাবগাম্ভীর্য নাই। দলাদলি, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং রাজনৈতিক আছরে আজ শিক্ষাঙ্গন কলুষিত। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ সকলের জন্য অপরিহার্য। তিন হাজার শিক্ষকের নিয়মিত পদোন্নতি, টাইম স্কেল অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকাইয়া থাকিবার দায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এড়াইতে পারে না। মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষা প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। নিয়ম, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সর্বাগ্রে সেখানেই নিশ্চিত করিতে হইবে।